গাউসে পাকের জ্ঞানমূলক মর্যাদা

১ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ২
বয়ান শোনার নিয়ত ৩
জ্ঞানের সাগর ৪
প্রাথমিক শিক্ষা ৬
ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত ৭
উপবাস এবং ধৈর্য ১২
ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ১৪
গাউসে আযমের অবস্থান ও মর্যাদা ১৫
ইলমী মর্যাদা ১৬
শিক্ষকতার মসনদ ১৭
তেরটি (১৩) জ্ঞানে দক্ষতা ১৮
ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য ১৮
ফতোয়া লেখার বাদশাহ ২০
জ্ঞান না থাকার ক্ষতি ২২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا অর্থাৎ হে লোকেরা!

নিঃসন্দেহে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে। **(ফেরদৌসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস: ৮২১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম আমল হলো সত্য নিয়ত করা।

(জামে সগীর, পৃষ্ঠা:৮১, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউল আখিরের চাঁদ দেখো গেছে, আজ এই প্রিয় মাসের প্রথম রাত। এটা সেই প্রিয় মাস, যার **১১**তম তারিখে কুতুবে রাব্বানি, গাউসে সামাদানি, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাযে লা-মকানী হযরত সায়িদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরস মুবারক উদযাপন করা হয়, যাকে আশিকানে গাউস গেয়ারভী শরীফের

মাসও বলে থাকে। এই উপলক্ষ্যে আজ আমরা বাগদাদের জমিনে নিজের নূরানী মাযারে আরামকারী, সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বের উত্তম আলোচনা শুনবো, বিশেষ করে তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করবো। যাকে দুনিয়া গাউসে আযম উপাধী দ্বারা চেনে। আল্লাহ্ পাক তাঁকে বেলায়তের সেই মহান মুকুট দান করেছেন যে, তিনি সকল আউলিয়াদের সরদার হয়ে গেছেন। আসুন! সর্ব প্রথম হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমী শান ও শওকত সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

জ্ঞানের সাগর

হযরত সায়্যিদুনা হাফিয আবুল আব্বাস আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে একবার হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইজতিমায়ে গাউসিয়ায় উপস্থিত ছিলাম, একজন ক্বারী কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করলো, তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওয়ায শুরু করলেন এবং তিলাওয়াতকৃত আয়াতে মুবারাকা হতে একটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে আয়াতের একটি অর্থ বর্ণনা করলেন, আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই তাফসীর সম্পর্কে জানা আছে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার এই তাফসীরী উক্তি জানা আছে, এরপর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক এক করে এগারোটি তাফসীরী উক্তি আলোচনা করলেন, আমার জিজ্ঞাসার কারণে প্রতিবারই আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে থাকেন, এই তাফসীরী উক্তিটি তাঁর জানা আছে। হাফিয আবুল আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই একটি আয়াতের চল্লিশটি তাফসীরী উক্তি বর্ণনা করেন এবং প্রতিটি

উক্তির বর্ণনাকারীর নামও বর্ণনা করেন, কিন্তু এগারটি তাফসীরের পর থেকে প্রতিটি তাফসীর সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ না বোধক মাথা নাড়তে থাকেন যে, এই তাফসীর আমার জানা নাই। **(আখবারুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা-১১। বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-২২৪। যুবদাল আসার, পৃষ্ঠা-৫২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জ্ঞানের স্তর ও মর্যাদার উচ্চতা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একই সময়ে একটি আয়াতে মুবারাকার চল্লিশটি (৪০) তাফসীর বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে উনত্রিশটি (২৯) তাফসীর আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জানাও ছিলো না, অথচ আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই সময়ের অনেক বড় আলিম ও ইমাম ছিলেন, তিনি ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, ভূ-গোল শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস, তাফসীর, ইলমে নাহু, জ্যোতি বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, সাহিত্য এবং নাহু ইত্যাদি বিদ্যা ছাড়াও বহুবিধ বিষয়ে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত কিতাবের সংখ্যা ৩০০ এরও অধিক বলা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কিছু কিতাব বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, আবার কতগুলো একক রিসালা।

(উয়ুনুল হিকায়তের ভূমিকা, ১/৫)

ইমাম ইবনে খুদামা হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের যুগে ওয়ায ও খেতাবতের ইমাম ছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে খুবই সুন্দর সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন, পাঠদানও করতেন এবং তিনি হাফিজুল হাদীসও ছিলেন। (হাফিযুল হাদীস কাকে বলা হয়? আসুন! শুনি! একলক্ষ (১,০০,০০০) হাদীস শরীফ সনদ সহকারে যার মুখস্ত তাকে হাফিজুল হাদীস বলা হয়) **(আঁসুয়ো কা দরিয়া এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৫)** কিন্তু যুগের এতো

বড় ইমাম হওয়ার পরও আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনাকৃত চল্লিশটি তাফসীরী উক্তির মধ্যে মাত্র এগারোটি সম্পর্কে জানতেন, যা দ্বারা হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের সমুদ্রের গভীরতার অনুমান করা যেতে পারে।

সুলতানে বেলায়ত গাউসে পাক দরিয়ায়ে কারামত গাউসে পাক
ওলীয়ুঁ পে হুকুমত গাউসে পাক ফরমাওঁ হিমায়ত গাউসে পাক

♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক ♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক
♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাথমিক শিক্ষা

যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ছোট ছিলেন, তখনই তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়িদুনা আবু সালেহ মূসা জঙ্গি দোস্ত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ইন্তিকাল করেন, তাঁর নানা হযরত আব্দুল্লাহ সুমযি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর লালন পালন করেন, যিনি জিলান শরীফের মাশয়িখে কিরামদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ছাড়াও দয়া ও উৎকর্ষতার মালিক ছিলেন। তাঁর থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর আরো ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ৪৮৮ হিজরীতে ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ শরীফ তাশরীফ নিয়ে আসেন। **(সীয়রিল আকতাব, পৃষ্ঠা-১৫৯)** কেননা বাগদাদই সেই যুগে শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের কেন্দ্র ছিলো।

ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত

শায়খ মুহাম্মদ বিন কায়েদ আলওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার গাউসে সামাদানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলাম, এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো যে, হুযুর! আপনি আপনার কর্মকান্ডের ভিত্তি কিসের উপর রেখেছেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার কর্মকান্ডের ভিত্তি সদকা ও সত্যবাদীতার উপর রেখেছি, আমি কখনো মিথ্যা এবং ভুল বলে কাজ করিনি, শৈশবে আমি যখন মাদরাসায় পড়তাম, তখনো কখনো মিথ্যা বলিনি, অতঃপর বললেন: আমি একদিন হজ্বের মৌসুমে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, আমি একটি ষাঁড়ের পেছনে পেছনে চলছিলাম, হঠাৎ সেই ষাঁড় আমার দিকে তাকিয়ে বললো: يَا عَبْدَ الْقَادِرِ مَالِهٰذَا خُلِقْتَ অর্থাৎ হে আব্দুল কাদির! তোমাকে এরূপ কাজের জন্য তো সৃষ্টি করা হয়নি, আমি ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে ফিরে আসলাম এবং আমার ঘরের ছাদে উঠলাম, দেখলাম যে, আরাফাতের ময়দানে লোকেরা দন্ডায়মান, এরপর আমি আমার সম্মানিতা আম্মাজানের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: আপনি আমাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় ওয়াকফ করে দিন এবং আমাকে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি দান করুন, যেন আমি সেখানে গিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করি, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি ষাঁড়ের ঘটনাটি আরয করলাম, একথা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং ৮০টি দিনার যা আমার আব্বাজানের পক্ষ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আমি তার থেকে ৪০ দিনার নিলাম এবং ৪০ দিনার আমার ভাই সৈয়দ আবু আহমদ জিলানীর জন্য রেখে দিলাম, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমার ৪০ দিনার আমার বিশেষ জুব্বায় সিলাই করে

দিলেন এবং আমাকে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন আর আমাকে সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলার জন্য উপদেশ দিলেন, জিলান থেকে বাইরে পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসলেন এবং বললেন: يَا وَلَدِیْ اِذْهَبْ فَقَدْ خَرَجْتُ عَنْكَ لِلّٰهِ فَهٰذَا وَجْهٌ لَا اَرَاهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান, যাও! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করছি এবং তোমার চেহারা আমার কিয়ামতের দিনই দেখা নসীব হবে। অতঃপর আমি বাগদাদ গমনকারী ছোট একটি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম, যখন আমরা সামনে অগ্রসর হলাম তখন ৬০জন অশ্বারোহী ডাকাত দল আমাদের কাফেলাকে ঘিরে নিলো এবং কাফেলা ওয়ালাদের লুট করতে লাগলো, আমার সাথে কেউ কোন জোর-জবরদোস্তি করলো না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার নিকট কী আছে? আমি সত্য বলতে গিয়ে বললাম: আমার নিকট ৪০ দিনার (অর্থাৎ সোনার সিঁকি) রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: কোথায়? আমি বললাম: আমার বগলের নীচে আমার জুব্বার সাথে সিলাই করা, সে এই কথাকে উপহাস মনে করে আমার নিকট থেকে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলো এবং আমিও একই উত্তর দিলাম, সেও আমার নিকট থেকে চলে গেলো, সে দুজন যখন তাদের সরদারের নিকট আমার সম্পর্কে বললো তখন তার আদেশে আমাকে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তারা সবাই লুণ্ঠিত মালামাল পরস্পর ভাগ করছিলো, আমাকে দেখে যখন তাদের সরদার জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার নিকট কী আছে? আমি বললাম: আমার নিকট আমার জুব্বায় ৪০টি দিনার রয়েছে। সরদারের আদেশে আমার জুব্বা খোলা হলো, তখন দেখা গেলো আসলেই ৪০টি দিনার বিদ্যমান। সরদার খুবই আশ্চর্য হলো

এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: مَاحَمَلَكَ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِرَافِ অর্থাৎ তোমাকে এই দিনারের সম্পর্কে সত্য বলার জন্য কোন বিষয়টি বাধ্য করেছে? (অর্থাৎ তুমি চাইলে তো আমাদের না বলতে পারতে) আমি বললাম: আমার আম্মাজান আমার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমি যেন সর্বদা সত্য বলি এবং কখনো যেন এই ওয়াদার খেলাফ না করি, এ কথা শুনে সেই সরদারের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করলো যে, একদিকে তুমি নিজের মায়ের নিকট করা ওয়াদা পালন করছো আর একদিকে আমি সারা বছর আমার রবের সাথে ওয়াদার খেলাফ করে যাচ্ছি, সে ঐ মুহূর্তেই আমার হাতে তাওবা করলো, তার সাথীরা যখন এই অবস্থা দেখলো তখন তারা বললো আমরা যখন ডাকাতীতে তোমার সাথী ছিলাম তখন তাওবা করাতে তোমার সাথেই থাকবো, সুতরাং তারা সবাই তাওবা করলো এবং লুণ্ঠিত মাল কাফেলা ওয়ালাদের ফিরিয়ে দিলো, এরাই সেই লোক যারা আমার হাতে সর্বপ্রথম তাওবা করেছিলো। **(কালাইদিল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা-৮)**

দিলওয়ায়ে জান্নাত গাউসে পাক দো বদীয়ুঁ সে নফরত গাউসে পাক
দো শওকে ইবাদাত গাউসে পাক সরকার কি উলফত গাউসে পাক

♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক ♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক
♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আমাদের সরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জন করার এমন আগ্রহ ছিলো যে, এর জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধু ঘর-বাড়ী ছেড়ে দূর-দুরান্তে সফর করেননি বরং আপন মমতাময়ী মায়ের বিচ্ছেদও সহ্য করেছেন। তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কুরবানীর প্রতিও

শত কোটি মারহাবা! না শুধু নিজের কলিজার টুকরোর বিচ্ছেদকে সহ্য করে তাঁকে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য অনুমতি প্রদান করলেন বরং নিজের শাহজাদাকে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং ইলমের খেদমত করার জন্য এমনভাবে ওয়াকফ করেন যে, সফরের জন্য বিদায়ের সময় প্রকাশ্যভাবে বলে দিলেন: হে আমার প্রিয় সন্তান, যাও! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করছি। অতএব এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার এই চেহারা দেখবো না।

গাউসে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান গাউসে পাককে না শুধু সফর করার অনুমতি দিয়েছেন বরং খরচাও দিয়েছেন। এখানে সেই আশিকানে রাসূল এবং আশিকানে হাউসে আযমগণ একবার ভাবুন তো, দুনিয়াবী শিক্ষা এবং ব্যবসার জন্য তো সন্তানকে ধন-সম্পদ দেন, কিন্তু দ্বীনি শিক্ষার বেলায় তাদের কোন সাহায্যই করে না।

এই ঘটনা থেকে এটাও জানতে পারলাম যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যবাদীতার কিরূপ অনুসারী ছিলেন যে, তিনি তাঁর বয়সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি, নিজের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি সত্যবাদীতা এবং বিশ্বস্ততার উপর রাখেন, যার একটি বড় কারণ হচ্ছে তাঁর নেক চরিত্রবান আম্মাজান হযরত সায়িদাতুনা উম্মুল খায়ের ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর উত্তম শিক্ষা। যেমনটি আমরা শুনলাম যে, তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাঁকে সর্বদা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার ওয়াদা নিয়েছিলেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া, নিজেও সর্বদা সত্য বলা এবং তাদেরও শৈশব থেকেই সত্য বলার শিক্ষা দেয়া।

আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিথ্যা থেকে বাঁচার এবং সত্যবাদীতার পথ অবলম্বন করার প্রতি জোর দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: সত্যবাদীতাকে আবশ্যক করে নাও, কেননা সত্যবাদীতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় এবং নেকী জান্নাতের পথ দেখায়। মানুষ সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলার চেষ্টা করতে থাকে, এমনকি সে আল্লাহ পাকের নিকট সিদ্দীক হিসেবে লিখে দেয়া হয় এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় আর গুনাহ জাহান্নামের পথ দেখায়, মানুষ সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টা করতে থাকে, এমনকি সে আল্লাহ পাকের নিকট অনেক বড় মিথ্যুক হিসেবে লিখে দেয়া হয়।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা-১৪০৫, হাদীস নং-২৬০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিশেষ করে বাচ্চাদের এবং সাধারণত বড়দের প্রশিক্ষণের জন্যে সত্যি কাহিনী লিখে থাকেন, যাতে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয়াবলী রয়েছে, ধরনও খুবই সহজ রাখা হয় যেন বাচ্চারাও সহজে বুঝতে পারে, সেই পুস্তিকাগুলোয় খুবই উত্তম কাগজ ব্যবহার করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় চিত্রও বানানো হয়েছে, যেন বাচ্চাদের জন্য আকর্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষক হয়, বাচ্চাদের এই কাহিনী মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং যদি ওয়েব সাইট থেকে পড়তে চান তবে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে আপনি এই কাহিনী গুলো পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে

পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন। এই রিসালাগুলোর নাম (১) নূর ওয়ালা চেহারা (২) ফেরাউনের স্বপ্ন (৩) ছেলে হলে এমন (৪) মিথ্যুক চোর (৫) দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাগদাদ পৌঁছেই হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুগশ্রেষ্ট ও প্রসিদ্ধ এবং খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ওস্তাদদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, তিনি উপবাস থেকে এবং কষ্ট সহ্য করেও ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, এ প্রসঙ্গে তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং এই পথে আসা বিভিন্ন সমস্যায় ধৈর্যধারণ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

উপবাস এবং ধৈর্য

হযরত সায়িদুনা আবু বকর তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন: একবার বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, যার কারণে আমার অনেক অভাব এবং বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আর অনেকদিন পর্যন্ত আমি খাওয়ার কিছুই পেলাম না। একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় দজলা নদীর দিকে গেলাম, যেন সেখানে কোন শাক বা সবজির পাতা ইত্যাদি খেতে পারি, কিন্তু যেখানেই যাই সেখানেই আমার পূর্বে কোনো না কোনো ফকির বিদ্যমান থাকে এবং যদি কোন কিছু পেত তবে তার উপর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তো, আমি তাদের মাঝে বাধা হওয়া পছন্দ করলাম না এবং সেই অবস্থায় শহরে ফিরে এলাম যে, সেখানে কিছু খুঁজে নিবো, কিন্তু সেখানেও কিছু পেলাম না, অবশেষে আমি

ক্ষুধায় কাহিল হয়ে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে বসে গেলাম, কিছুক্ষণ পর এক অনারবী যুবক রুটি আর ভুনা মাংস নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং খেতে লাগলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তার ক্ষুধার কারণে তার প্রতিটি গ্রাসেই আমার মুখ খুলে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমি আমার নফসকে এরূপ আচরণের জন্য তিরস্কার করি, এমন সময় সে আমার দিকে তাকালো এবং খাবার এনে আমাকে পেশ করলো, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কোথাকার অধিবাসী এবং কী করেন? আমি বললাম: জিলানের অধিবাসী এবং এখানে ইলমে দ্বীন অর্জন করছি। যুবকটি বলল: আপনি কি জিলানের অধিবাসী আব্দুল কাদের নামে কোনো যুবককে চিনেন? আমি বললাম: আমিই সেই যুবক, একথা শুনে সে অস্থির হয়ে গেলো এবং আমার নিকট ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলো: আপনার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমার নিকট আপনার জন্য ৮টি দিনার পাঠিয়েছেন, আমি যখন বাগদাদ আসি তখন আমার নিকট আমার নিজস্ব খরচাদি ছিলো, কিন্তু আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এতদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো যে, আমার নিকট থাকা আমার নিজস্ব খরচাদী শেষ হয়ে গেলো, আমি উপবাস অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন, বাধ্য হয়ে আপনার আমানত থেকে এক বেলা খাওয়ার জন্য রুটি ও মাংস এনেছি, এবার আপনি সানন্দে এই খাবার খেতে পারেন, কেননা এসব কিছু আসলে আপনারই, এখন আপনি আমার নয় বরং আমিই আপনার মেহমান, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং এই বিষয়ে আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম, যখন আমরা খাবার খেয়ে নিলাম তখন আমি বাকী খাবার এবং কিছু টাকা তাকে দিয়ে বিদায় দিলাম। **(কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা-৯)**

হে বাইসে বরকত গাউসে পাক কমজোর কি তাকত গাউসে পাক
হে সাহেবে ইজ্জত গাউসে পাক মজবুর কি রাহাত গাউসে পাক

♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক ♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক
♣ আল মদদ ইয়া গাউসে পাক

ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

হযরত সায়িদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জনের ধরন বড়ই অভিনব ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার ছাত্র জীবনে ওস্তাদের নিকট থেকে সবক নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম, অতঃপর জঙ্গল ও বিরান ভূমিতে দিন হোক বা রাত, ঝড় হোক বা মুষলধারে বৃষ্টি, গরম হোক বা শীত আমার পড়া আমি অব্যাহত রাখতাম, সেই সময় আমি আমার মাথায় একটি ছোট পাগড়ী বাঁধতাম এবং সামান্য সবজি খেয়ে পেটের আগুন বুঝাতাম, কখনো কখনো এই সবজিও পেতাম না, কেননা ক্ষুধার কারণে অন্যান্য অভাবীরাও এদিকে চলে আসতো, এমন পরিস্থিতিতে আমার লজ্জা হতো যে, আমি দরবেশদের হক নষ্ট করি, বাধ্য হয়ে সেখান থেকে চলে যেতাম এবং আমার পড়া অব্যাহত রাখতাম, অতঃপর ঘুম আসলে খালি পেটেই কঙ্করে ভরা মাটিতে শুয়ে পড়তাম। **(কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা-১০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো যে, এতই দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন, এর পরও কখনো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মূখ থেকে কোন প্রকার অভিযোগ ও অনুযোগের শব্দ বের হয়নি। এই ঘটনা থেকে আমরা এই মূল্যবান বাগদাদী ফুল পাই যে, যখনি কোনো মুসিবত ও পেরেশানী চলে আসে তবে কুরআন ও হাদীসে

বর্ণনাকৃত ধৈর্য্ এর ফযিলত ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ এবং এই কথাটি মনে গেঁথে রাখা চাই যে, এই দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র, এতে যেমন আছে অসংখ্য প্রশান্তিদায়ক উপায় তেমনি রয়েছে দুঃখ ও বিষাদের পাহাড়ও, সহজতার পাশাপাশি কঠিনতর উপত্যকাও রয়েছে। এই কারণেই যখন থেকে মানুষের অস্তিত্ব এসেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুমিন বরং আম্বিয়া ও মুরসালিন عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কামিলিনও প্রশান্তি এবং আনন্দ লাভের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা এবং বিপদাপদেও পতিত হয়েছেন বরং অনেক সময় আল্লাহ পাকের নৈকট্যতম ব্যক্তিরা সহজতার পরিবর্তে বিপদেই বেশি পতিত হয়েছেন, কিন্তু সেই পবিত্র ব্যক্তিগণ মুখে অভিযোগের শব্দ বের করার পরিবর্তে সর্বদা স্বতস্ফূর্তভাবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন বরং নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী এবং সম্পর্কযুক্তদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদেরও সেই বুযুর্গ ব্যক্তিদের দেখানো পথে চলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্জিত নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ।

গাউসে আযমের অবস্থান ও মর্যাদা

শায়খ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল আউলিয়া, মুহিউদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলম অর্জনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি সেই সময়কার অনেক ওলামা এবং যুগের মাশায়িখের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। যুগের মাশায়িখ এবং আউলিয়াদের সংস্পর্শে থাকেন। যার ফলে তিনি নিজ যুগের ওলামা ও মাশায়িখদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইলম অর্জনের জন্য তিনি অনেক দুঃখ ও কষ্ট

সহ্য করেছেন। অবশেষে তিনি দুনিয়াবী কার্যক্রম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ পাকের স্বরণ এবং ওয়াজ ও নসিহতে মগ্ন হয়ে যান। সর্ব যুগে তাঁর ফযিলত ছড়িয়ে পড়লো, দ্বীনের মর্যাদা তাঁর কারণেই প্রকাশ হয়ে গেলো, ইলমের পদমর্যাদা তাঁর কারণেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং শরীয়তের শক্তি তাঁর কারণেই ক্ষমতা লাভ করতে থাকে। ওলামাদের অনেক বড় দল তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর শাগরেদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, অনেক ফকির দরবেশ, বড় বড় ওলামা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পীরানে এজামগণও তাঁর থেকে খেলাফত অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, পৃষ্ঠা-১৯,২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমী মর্যাদা

হযরত সায়িদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আত তাদফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জন সমাপ্ত করলেন তখন তিনি দরস ও পাঠদান এবং ইফতা এর মসনদে সমাসীন হলেন আর এর পাশাপাশি মানুষের মাঝে ওয়াজ ও নসীহত এবং ইলম ও আমল প্রচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সুতরাং সারা দুনিয়া থেকে ওলামা ও সূফিগণ তাঁর দরবারে ইলম অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, সেই যুগে বাগদাদে তাঁর মতো কেউ ছিলো না। **(কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা-৫)** তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমের সমুদ্র ছিলেন, তাঁর ইলমে ফিকাহ, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে নাহু এবং ইলমে আদব ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতা ছিলো, যখন তাঁকে তাঁর ওস্তাদরা ইলমে হাদীসের সনদ দেয় তখন বলতে লাগলো: হে আব্দুল কাদির! হাদীসের সনদ বাক্যটি তো আমরা আপনাকে

দিচ্ছি, কিন্তু আসলে হাদীসের অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং মর্ম বুঝা তো আমরা আপনার নিকট থেকে শিখেছি। **(হায়াতুল মু'জাম ফি মানকিবে গাউসে আযম, পৃষ্ঠা-৪৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীন প্রসারের উৎসাহ এমনভাবে ছিলো যে, তিনি তাঁর সময়কে একেবারে নষ্ট করতেন না এবং ইলমী কাজেই বেশিরভাগ ব্যস্ত থাকতেন, অন্য শহরের ছাত্ররাও তার প্রশংসা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দক্ষতার চর্চা শুনে তাঁর খিদমতে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং তাঁর ফয়য ও বরকত অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, তিনি ইলম ও আমলের এমন অনুসারী ছিলেন যে, যারাই তাঁর নিকট ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য আসতো, তারা খালি হাতে ফিরতো না, আসুন! তাঁর ইলম ও আমল এবং দরম ও পাঠদানের বৈশিষ্ট এবং ইলমী খিদমত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

শিক্ষকতার মসনদ

হযরত সায়িদুনা কাযী আবু সাইদ মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাগদাদে একটি মাদরাসা ছিলো, তিনি সেখানে ওয়াজ ও নসীহত এবং ইলম অর্জনকারীদের পাঠদান করতেন, যখন কাযী সাহেব হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমী ও আমলী, দয়া ও উৎকর্ষতা এবং বিচক্ষণতার চর্চা শুনলেন, তখন কাযী সাহেব নিজের মাদরাসা তাঁর অধীনে করে দেন। অতঃপর লোকেরা যখন তাঁর দয়া ও উৎকর্ষতা এবং ইলমী দক্ষতার চর্চা শুনলো তখন অধিকাংশ মানুষ তাঁর দরবারে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য উপস্থিত হতে থাকে। **(সীরাত গাউসে আযম, পৃষ্ঠা-৫৮)**

তেরটি (১৩) জ্ঞানে দক্ষতা

হযরত আল্লামা নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী শাতনূফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়িদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তেরটি (১৩) বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বয়ান করতেন, তাঁর মাদরাসায়ে আলীয়ায় লোকেরা তাঁর থেকে তাফসীর, হাদীস এবং ইলমে কালাম ইত্যাদি পাঠ করতেন, দুপুরের পূর্বে এবং পরে দুই সময়ই লোকেদের তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালাম, উসুল এবং নাহু পড়াতেন আর যোহরের পর তিনি তাজবীদ ও কিরাআত সহকারে কুরআনে করীম পড়াতেন।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-২২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলম ও আমলের অনুসারী এবং খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তিনি ছাত্রদের খুবই স্নেহ করতেন, তাদের ছোট-ছোট প্রয়োজনের বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যেমনটি

ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হযরত সায়িদুনা গাউসুল আযম, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি উত্তর দেন যে, আমি গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের শেষ অংশে পেয়েছি এবং তাঁর মাদরাসায় ছিলাম, আমাদের প্রতি এমনভাবে খেয়াল রাখতেন যে, কখনো গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাহাযাদা হযরত সায়িদুনা ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আমাদের নিকট পাঠাতেন, আমাদের জন্য প্রদীপ জালাতেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের জন্য তাঁর ঘর থেকে খাবার পাঠাতেন। **(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/১৮৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের উপর কিরূপ স্নেহশীল ছিলেন যে, তাদের জন্য নিজের ঘর থেকে খাবার পাঠিয়ে দিতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, দ্বীনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সমূহের দিকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী গভীরভাবে খেয়াল রাখুন, যেমন যাদের সামর্থ আছে বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের জন্য দ্বীনি কিতাব, পোশাক, ঋতু অনুযায়ী থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন এবং অন্যান্য ভালো-ভালো নিয়ত সহকারে নিজের অংশ মিলিয়ে দ্বীনের সাহায্যকারীদের সারিতে আমরাও অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাই, কে জানে হতে পারে এই নেক কাজের বরকতে আমাদের পাক পরওয়ারদিগার আমাদের উপর সর্বদার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং আমরা চুড়ান্ত ক্ষমার সনদ পেয়ে যাব, দেখুন! যেমনিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের উন্নততর খাবার খাওয়ানো পছন্দ করি, উত্তম পোশাকে দেখতে পছন্দ করি, একটিবার ভাবুন তো! শীতের সময় আমরা আমাদের সন্তানদের কতই খেয়াল রাখি যে, যেন আমার কলিজার টুকরোর ঠান্ডা না লেগে যায়, আমার সন্তানের শরীর এমন যে, না সামান্য ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে, না গরম বাতাসের সামান্যতম ঝাপটা, ঠিক তেমনি ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের বেলায়ও ভাবুন যে, তাদেরও অনেক জীবন অতিবাহিত করার অনেক মৌলিক প্রয়োজনাদি থাকতে পারে, যা সব জায়গায় সহজে পাওয়া যায় না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফতোয়া লেখার বাদশাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিভাবে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরস ও শিক্ষকতা, রচনা ও সংকলন, ওয়াজ ও নসীহত এবং এছাড়াও বিভিন্ন প্রজ্ঞাময় শাখায় দক্ষতা রাখতেন, কিন্তু বিশেষ করে ফতোয়া লিখনে তাঁর সেই উৎকর্ষতা অর্জন ছিলো যে, সেই যুগের বড় বড় ওলামা, ফুকহা এবং মুফতীয়ানে কিরামগণও رَحِمَهُمُ الله তাঁর অসাধারণ ফতোয়া প্রদানে আশ্চর্য হয়ে যেতেন। যেমনটি

শায়খ ইমাম মুয়াফফেকুদ্দিন বিন কুদামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ৫৬১ হিজরীতে বাগদাদ শরীফ গেলাম, তখন দেখলাম যে, শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই সব ব্যক্তিত্বদের অর্ন্তভুক্ত, যাদের সেখানে ইলম ও আমল এবং ফতোয়া লিখনের বাদশাহী দেয়া হয়েছে। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-২২৫)** তাঁর জ্ঞানের দক্ষতার অবস্থা এমন ছিলো যে, যদি তাঁকে খুবই জটিল মাসআলাও জিজ্ঞাসা করা হতো তবে তিনি সেই মাসআলার অতি সহজ ও উত্তম উত্তর প্রদান করতেন, তিনি দরস ও শিক্ষকতা এবং ফতোয়া লিখনে প্রায় তেত্রিশ (৩৩) বছর দ্বীনে মতিনের খিদমত করেছেন, এই সময় যখন তাঁর ফতোয়া ইরাকের ওলামাদের নিকট নেয়া হত তবে তারা তাঁর উত্তরে আশ্চর্য হয়ে যেতো।

ইমাম আবু ইয়ালা নাজিমুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরাকে ফতোয়ার বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং লোকেরা ফতোয়ার জন্য তাঁর উপরই নির্ভর করতো।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-২২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি এবং জ্ঞানের দক্ষতার অনুমান করা যায়, যিনি ওলামায়ে কিরামদেরও رَحِمَهُمُ الله আশ্চর্য করে দিতেন, এখানে একটি শরয়ী মাসআলার প্রতিও মনযোগ আকর্ষণ করছি যে, দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজে তালাকের বিষয়ে খুবই ভুল পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়ে গেছে আর তা হলো যে, যদি আল্লাহ না করুক তালাক দেয়ার পর্যায় চলে আসে তবে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া হয়, অথচ এটা ভুল পদ্ধতি, একত্রে তিন তালাক দেয়া নাজায়িয ও গুনাহ। এপ্রসঙ্গে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে তালাক সম্পর্কে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকার অধ্যয়ন খুবই উপকারী, এই নির্দেশিকা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট থেকেও পড়তে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং ফযিলত সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম, তাঁর ইলমী ব্যস্ততা দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনকে জ্ঞানার্জন এবং তা প্রসারের কাজে বিলিয়ে দেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মিশনকে অনুসরণ করে অন্তরে ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্ট করা। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীন মানুষকে সমাজে উত্তম ব্যক্তি বানিয়ে দেয়, ইলমে দ্বীনের কারণেই আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টি এই ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করে, ইলমে দ্বীনের কারণেই মানুষের সম্মান ও আভিজাত্য অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের কারণেই মানুষ তাকওয়া ও

পরহেযগারিতা অবলম্বন করে, আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্যবারই ইলমে দ্বীনের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের গোলামদের ইলমে দ্বীন অর্জন করার উৎসাহ দিয়েছেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

১. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে কোন রাস্তা দিয়ে চলে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, পৃষ্ঠা-১৪৪৭, হাদীস নং-২৬৯৯)

২. যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘর তেকে বের হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসবে না, আল্লাহ পাকের পথেই থাকবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/২৯৪, হাদীস নং-২৬৫৬)

৩. আল্লাহ পাক যার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদীস নং-৭১)**

৪. যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ছাড়া, (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম যা থেকে উপকার অর্জিত হয় (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়া, পৃষ্ঠা-৮৮৬, হাদীস নং-১৬৩১)

জ্ঞান না থাকার ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত হাদীসে মুবারাকাসমূহ দ্বারা ইলমে দ্বীনের যেখানে আরো অনেক ফযিলত জানা গেলো, তেমনি এটাও জানা গেলো যে, সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসার করা এবং নেককার সন্তান এমন নেকী, যা মৃত্যুর পরও তার সাওয়াব পৌঁছাতে থাকে। সুতরাং নিজের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সংকল্প করে

নিন এবং তাদেরকে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমান যুগে মন্দ কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দ কাজ হচ্ছে অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দকাজের মধ্যে সর্বোচ্চ, ঘরোয়া বিষয়াদি হোক বা ব্যবসা-বানিজ্য, বন্ধু-বান্ধবের হোক বা আত্মীয়-স্বজনদের, বিবাহ হোক বা সন্তানের উত্তম শিক্ষা, মোটকথা কী আল্লাহ পাকের হক এবং কী বান্দার হক, জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানেই হোক যেভাবেই হোক না কেন যেসব মন্দ রয়েছে, যদি আমরা চুপচাপ এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তবে এই কথাটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর মূল ভিত্তি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীনকে হারিয়ে বসা এবং সঠিক পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই শুধু কর্মকান্ড ও চরিত্র নয় বরং আক্বিদা ও ইবাদতেও বিভিন্ন ধরনের মন্দ ও ভুলত্রুটি খুবই দ্রুততার সহিত বেড়ে চলছে, এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র ইলম অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করাও জরুরী। এই কারণেই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী এবং তার সংশ্লিষ্টদেরকে নিজের এবং অন্যের র্সশোধনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকার জন্যে মাদানী মানসিকতা দিতে গিয়ে তাদের এই মাদানী উদ্দেশ্য দান করেছেন: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পুরো জীবন ইলমে দ্বীনের সংস্করণ ও প্রসারে অতিবাহিত করেছেন। আমাদেরও তাঁর

জীবন চরিত অনুযায়ী চলে ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যস্ত হওয়া উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান যুগে দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে সহজভাবে ইলমে দ্বীন শেখার অনেক উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছে। যেমন; মাদরাসাতুল মদীনা (বয়েজ ও গার্লস), জামিয়াতুল মদীনা (বয়েজ ও গার্লস)। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী ভাইদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাঝে আরো উপযুক্ততা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়ে থাকে। আপনিও এতে অংশগ্রহণ করুন এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد